গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ ও স্কুল শিক্ষক আহত

পুলিশ ও শিক্ষকের মধ্যে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনেই আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার আকুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ হোসেন (৫০) ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনে কনস্টেবল সুজন হোসেন (৩৮)।

আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, স্কুল শিক্ষক পারভেজ হোসেন গাংনী থেকে আকুবপুরে যাচ্ছিলেন। এছাড়া পুলিশ সদস্য সুজন বামন্দী থেকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তা ভাঙ্গা হওয়ায় দুজনেই রাস্তার এক সাইডে চলে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হন।

আহত প্রধান শিক্ষক পারভেজ হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনেরই মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

মেহেরপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো গাছের সাথে ধাক্কা, চালক আহত

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ চালিত অটোবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কায় অটো চালক আনিছুর রহমান ওরফে রানা (৩৫) মারাত্মক আহত হয়েছে।

আহত আনিছুর রহমান মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকার আতাউর রহমানের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) ভোর রাতের দিকে এই সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আহতের স্ত্রী আইরিন আক্তার বলেন, ভোর রাতের দিকে দারিয়াপুর থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন রানা। নতুন গ্রামের নিকট পৌছানোর পর অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। পরে রাস্তার পার্শের একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে তার মাথা, হাত ও পায়ে আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার মাথায় ও পায়ে প্রায় ৩৪ টি সেলাই হয়েছে বলে জানান তিনি। রানাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম (৫৮) অফিসিয়াল দায়ীত্ব পালনকালিন সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

মনিরুল ইসলাম সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণপাড়া এলাকার মৃত রহিম মন্ডলের ছেলে। সে সোনালী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ব্যাংক সূত্র জানায়, বেলা সোয়া তিনটার সময় কাজ করতে করতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন মনিরুল ইসলাম। এসময় ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাকে নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তৃব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

মনিরুল ইসলামের স্ত্রী, ৩ ছেলে, সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল থেকে তার পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে

বাড়িতে যান। এই অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার ও ব্যাংক শাখায় শোকের ছাঁয়া নেমে এসেছে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আ’লীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ইন্তাজ আলী শেখ নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ওই আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। রবিবার রাত ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের (৪৮) মৃত্যু হয়।

নিহত ইন্তাজ আলী শেখ ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামের মৃত মোন্তাজ আলী শেখের ছেলে। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালুর অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এছাড়াও তিনি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২২ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ তার ছেলে শাকিলকে (২৫) সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত ইন্তাজ ও তার ছেলে শাকিলকে ধরে হাতুড়ি, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে মারপিট করতে করতে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেখানেও তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। এক সময় তারা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে দুর্বৃত্তরা তাদের সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আশঙ্কাকাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরবর্তীতে অবস্থার অবণতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১০টার দিকে ইন্তাজ আলী শেখের মৃত্যু হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ ও তার ছেলেকে মারপিটের ঘটনায় পরের দিন ১৭ জনকে আসামি করে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। ইন্তাজ আলীর ভাই রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এখন ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ায় নতুন করে হত্যা মামলা দায়ের হবে। কারা কী উদ্দেশ্য এই হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে মোটিভ এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

তবে পুলিশ পূর্বের মারপিট ও নিহতের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালু জানান, বিভিন্ন দল থেকে বহিরাগতদের আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে ভেড়াচ্ছেন উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ। তিনি দাবি করেন, যুবলীগ নেতা আব্দুল আজিজের শেল্টারে থাকা দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরাই ইন্তাজ আলী শেখের মতো ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগ নেতাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এমনকি গোটা ইউনিয়নবাসী এই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে আতংকিত এবং চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা অবিলম্বে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ইন্তাজ আলী শেখ কিছু দিন আগে অনুষ্ঠিত ধরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া চেয়ারম্যান প্রার্থী সাহাবুল আলম লালুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। লালু এই ইউনিয়নের পর পর দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু ওই নির্বাচনে সাহাবুল আলম লালু মাত্র ৫০০ ভোটের ব্যবধানে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজের ভাই শামসুল হকের কাছে পরাজিত হন। নির্বাচনে সাহাবুল আলম লালুর পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা নিয়ে

প্রতিপক্ষের বিরাগভাজন ছিলেন ইন্তাজ আলী শেখ।

এছাড়াও বাড়ির সামনের একটি জায়গার দখল নিয়েও ইন্তাজ আলী শেখের সাথে কয়েক জনের বিরোধ চলে আসছিল। ইন্তাজ আলী শেখ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টার পরও ওই জমির দখল পাচ্ছিলেন না। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মিরপুরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে এই বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মোবাইল ফোন আসক্তি প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মিরপুর উপজেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

এসময় তিনি বলেন, পড়াশোনা, বিজ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করাটা শিক্ষক ও অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব। আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছি বলেই তরুণসমাজ মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতাসহ নানা সৃজনশীল ও মেধা বিকাশের কার্যক্রমে তরুণ প্রজন্মকে মগ্ন রেখে মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে চায়।

মিরপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ জয়নাল আবদীনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাব মেহেরপুরে দিনভর বৃষ্টি ও হীমেল হাওয়া

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাব মেহেরপুরে রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার(২৪ অক্টোবর) সারাদিন ব্যাপি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও উত্তরের হীমেল হাওয়া বইছে। আর এই হীমেল হাওয়ায় আজ থেকে শুরু হলো শীতের আমেজ। এই বৈরী আবহাওয়ার কারনে বিপাকে পড়েছে জেলার খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ গুলো।

এভাবে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছে আমন চাষীরা। জেলার ৩ উপজেলার কিছু কিছু এলাকার মাঠ জুড়ে কৃষকের সোনালী ফসলের হাসি বৃষ্টিতে ভিজে স্বপ্ন ফিকে হওয়ার আশংকা করছেন।

আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার কারণে কাজ না পেয়ে অনেকে বিভিন্ন দোকানে বসে থাকতে দেখা গেছে।

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের চম্পা খাতুন ও সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের রহিমা খাতুন সকালে গাংনী বাজারের একটি দোকানের টিনের ছাউনিতে বসেছিলেন গেরহেস্তের আশায়। তারা বলেন, ভোরবেলায় ভিজতে ভিজতেই কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছি। কিন্তু গেরহেস্ত পাইনি। তাই বসে আছি। কাজ না করলে তো পেটে ভাত যাবে না।

গাংনীর শিশিরপাড় গ্রামের পাখিভ্যান চালক রহিম আলী বলেন ,অন্যান্যদিনে ৩/৪ শ টাকা ভাড়া মারলেও আজকে বৃষ্টির কারণে ভাড়া হয়নি। সকাল থেকে কিছু টাকা ভাড়া মারছি। কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির কারণে আর ভাড়া মারতে পারছিনা।

মেহেরপুর শহরের ইজিবাইক চালক সামসুল মিয়া বলেন, লোকজন আজ তেমন

বাইরে বের হইনি। ভাড়া আসবে

কোথা থেকে। সারাদিনে ১০০ টাকা ভাড়া মেরেছি। আর এই বিকেলটুকুতে যদি দু পঞ্চাশ টাকা মারতে পারি সেই জন্য ঘুরছি। দেখি কত টাকা ভাড়া হয়।

বাওট গ্রামের দিন মজুর হামিদুল বলেন, আমাকে সমিতির কিস্তি দিতে হয়। আজকে মুনিশ খাটতে যেতে পারিনি। কি করে কিস্তি দেবো সেটা ভাবছি।আমার চার জনের সংসার। তাদের পেটের আহারও যোগাতে পারিনি এখনো।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সামাদুল ইসলাম জানান, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিন্মচাপ থেকে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় “সিত্রাং”- এর প্রভাবে লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবেই সারাদেশের ন্যয় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় “সিত্রাং”- এর প্রভাব কেটে যাওয়ার সাথে সাথে সারাদেশের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। সেই সাথে শীত অনুভূত হতে থাকবে।এমনকি শীত পড়বে বেশি।

আবারো সিন্ডিকেটের দখলে ডিম, প্রতিটির দাম ১৩ টাকা

মুরগীর খামারী থেকে খুচরা ব্যবসায়ী পর্যন্ত ৬ হাত বদল হয়ে ভোক্তা পর্যন্ত পৌছাতে একটা ডিমের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে সাড়ে ৪ থেকে ৫ টা পর্যন্ত। ডিমের দাম বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে খুচরা দোকানদাররা দুষছেন একে অপরকে। ডিমের বাড়তি দামের চাপ পড়ে ক্রেতাদের ওপর।

জ্বালানি তেলের দোহায় দিয়ে বাজারে দফায় দফায় বেড়েছে ডিমের দাম। জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধির পর দোহাই দেওয়া হচ্ছে মুরগির খাবারের

দামবৃদ্ধির। আড়তদাররা বলছেন, ডিম নিয়ে এই কারসাজিতে জড়িত খামারি এবং মুরগীর খাবার উৎপাদনকারীরা।

মেহেরপুর কাঁচা বাজার, ও গাংনীর বিভিন্ন এলাকায় সরজমিনে দেখা গেছে, দ্রব্যমূল্যে স্বস্তি মিলছে না বিভিন্ন হাট বাজারে। গত কয়েক সপ্তাহে ডিমের মূল্য ওঠানামা করছে। স্বরণকালের ভয়াভহভাবে বেড়েছে ডিমের দাম। গত কয়েক সপ্তাহ আবার নতুন করে দাম ঊর্ধ্বমুখী ।

জেলার বিভিন্ন বাজারে এখন প্রতি হালি ডিম বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা। প্রতি খাচি ডিম এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ টাকায়। খামারিরা প্রতিটি ডিম ব্রোকারদের কাছে বিক্রি করছেন ১০ টাকা ৩০ পয়সায়, ব্রোকাররা আড়তদারদের কাছে ১০ টাকা ৫০ পয়সায় বিক্রি করছেন, আড়তদাররা পাইকারদের কাছে ১১ টাকা ৬০ পয়সায় বিক্রি করছেন, পাইকাররা লাইনম্যানদের কাছে ১১ টাকা ৮০ পয়সায়, লাইনম্যান ১২ টাকা এবং খুচরা দোকানদাররা ক্রেতাদের কাছে ১৩ টাকায় বিক্রি করছেন।

খুচরা দোকানদারদের কাছ থেকে জানা গেছে, ডিম ব্যবসায়ী সমিতির অসাধু সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে দাম বাড়িয়েছেন। তারা পাইকারি পর্যায়েই ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি দাম নিচ্ছেন। ফলে খুচরা পর্যায়ে দাম মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

মেহেরপুর শহরের ডিম পাইকারী ব্যবসায়ী শংকর কুমার জানান, আগস্ট মাসে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ডিমের দাম ২৫ শতাংশ বেড়েছে।

খামারি গাঁড়াডোব গ্রামের মিজানুর রহমান মিজান বলেন, মুরগির খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ডিমের দাম বেড়েছে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রেতারা বলছেন, ইচ্ছে করে ডিমের দাম বাড়িয়েছে উৎপাদনকারী ও অতিরিক্ত মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার ক্রেতা জয়নাল আবেদীন ও রাজ বলেন, ‘খুচরা ব্যবসায়ী আর পাইকার বা আড়তদার যেই হোক না কেন তাদের ওপরে তদন্ত করতে হবে।

এখন মুরগির খাদ্যের দামও কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। মুরগীর খামার এবং খাবার উৎপাদনকারী সব প্রতিষ্ঠানই সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত। তারা এর জন্য প্রশাসনকেও দায়ী করেন। প্রশাসন থেকে সিন্ডিকেটের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়না।

গাংনী বাজার এলাকার ক্রেতা জুয়েল মিয়া বলেন, সব যায়গায় সিন্ডিকেট কাজ করছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরণের পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়না। দেশে জাতিয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর নামে একটা সংগঠণ আছে। অথচ, তাদের কোনো কাজ করতে দেখা যায়না।

ডিম ব্যবসায়ী গাংনীর পোল্ট্রি খামারি আরজ বলেন, ‘ডিমের দাম আরো বাড়বে। বাজারে মুরগির খাবারের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিমের দাম বেড়েছে। আর মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিমের দাম বাড়িয়েছে খামারিরা।’

ডিমের আড়তদার পলেন বলেন, খাবারের দাম বাড়ার কারণে মুরগির উৎপাদনও কমে গেছে। খামারিরা দাম ছাড়ছে না। মুরগির খাবারের দাম যতদিন বাড়বে ততদিন ডিমের দামও বাড়বে। এখন খুচরা দোকানদাররা একটি ডিম ১৩ টাকায় বিক্রি করছে। এরকম চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে প্রতিটি ডিম ২০ টাকা পর্যন্ত হয়ে যাবে।’

মেহেরপুর শহরের ডিমের আড়ৎদার শংকর কুমার বলেন আপাতত ডিমের দাম কমবেনা। ইতোমধ্যে অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের চাহিদা তো আছেই। সরকার মুরগীর খাবারের দাম বেধে দিতে পারেন। তাহলে ডিমের দাম এমনিতেই কমে যাবে। গত তিন মাসে প্রতি বস্তা খাবারের দাম ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা বেড়েছে বলে বলেন তিনি।

বারাদী বাজারের খুচরা ডিম ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা আগে গ্রামে প্রচুর ডিম বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন আর তেমন বিত্রি হয়না।

মুরগী খামারী বাওট গ্রামের বুলবুল সাদাত বলেন ‘বৃষ্টির কারণে আমাদের দেশে বর্তমানে ডিমের উৎপাদন কমে গেছে। ফলে দাম বেড়েছে। তবে দাম বাড়ার আরো একটা বড় কারণ হলো মুরগির খাবারের মূল্যবৃদ্ধি।’

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৫ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার করেছে।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন পুলিশের একাধিক টিম।

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের উন্নয়ন নিয়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার।

আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রোখেন বিভাগীয় কমিশনার জিল্লুর রহমান চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, , মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্টনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক,সুধীজন ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

জনসন সরে দাঁড়ানোয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন সুনাক

যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বের দৌড় থেকে সরে গেছেন বরিস জনসন।

ফলে ক্ষমতাসীন দলটির এমপিদের সমর্থনের দিক থেকে অনেক এগিয়ে থাকা ঋষি সুনাক পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর বিবিসির।

রোববার কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন জনসন।

জনসন বলেন, দেশ ও কনজারভেটিভ পার্টির ঐক্য দরকার বলে তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি জানান, ক্ষমতাসীন দলের ১০২ জন এমপি তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে লিজ ট্রাস পদত্যাগ করার পর তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবকাশযাপনরত জনসন ছুটি সংক্ষিপ্ত করে লন্ডনে ফিরে গিয়েছিলেন।

মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে সেপ্টেম্বরে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বের দৌড়ে ঋষি সুনাককে হারিয়ে লিজ ট্রাস ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তখন ধারাবাহিক কয়েকটি কেলেঙ্কারির ঘটনার পর জনসন চাপের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাসও বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি, ব্রিটিশ ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের ৪৫ দিন পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।